যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

MAR 19 2002

সরকারি কলেজ প্রভাষকদের পদোন্নতি সমস্যা

সরকারি কলেজের প্রভাষকদের পদোন্নতিজনিত জটিলতার কারণে অনেকে হতাশায় নিমজ্জিত, যা সুষ্ঠুভাবে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের অন্তরায়। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে কয়েকটি বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরছি।

১। সরকারি কলেজ প্রভাষকদের নিয়োগ বিভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়েছে-

(ক) বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে কেউ ১৬০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়েছেন, কেউ ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়েছেন, আবার কেউবা ১০০ নম্বরের ১৪তম বিশেষ বিসিএস। এই ১০০ নম্বরের বিশেষ বিসিএস-এর সদস্যরা সবাই পদোন্নতি পেয়েছেন।

(খ) আত্তীকৃত প্রভাষক ৮ বছর চাকরি হলে ইফেক্টিভ সার্ভিস পেয়ে সরকারি অধ্যাপক হয়েছেন।

(গ) ১০% কোটায় কেউ প্রভাষক থেকে সরাসরি প্রফেসর হয়েছেন, আবার কেউ কোনদিন সরকারি চাকরি না করেও সরাসরি সহকারী বা সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন।

(ঘ) বিভিন্ন প্রজেক্ট থেকে প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপক হয়েছেন :

২। পদোন্নতিও বিভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়েছে :

(ক) পূর্বে প্রকাশনা, প্রথম শ্রেণী, নিয়োগের ধরন, এসিআর প্রভৃতি দেখে পদোন্নতি দেয়া হতো।

(খ) পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন নিয়োগের জন্য ও অন্যান্য কারণ বিবেচনা করে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী পদোন্নতি দেয়া হতো। কিন্তু অসংগতি থেকেই যায়। যেমন বাংলা বিষয়ের একজন প্রভাষক হয়তো ১০ বছর পর পদোন্নতি পেল শূন্য পদের কারণে, রসায়নের প্রভাষক পেল ১৭ বছরে, ইতিহাসের প্রভাষক পেল ২০ বছরে এখানে সবার নিয়োগ একই সময়ে অর্থাৎ প্রশাসন ক্যাডারের মতো একই সঙ্গে নিয়োগ ও একই সঙ্গে পদোন্নতি ব্যাচ অনুযায়ী শিক্ষা ক্যাডারে হয় না। এসব কারণ বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব সমতা বিধানকল্পে জ্যেষ্ঠতাকে পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

(গ) গত ২/৭/২০০১ তারিখে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলের শেষ মুহূর্তে যে পদোন্নতি হয় তা পক্ষপাতমূলক, ত্রুটিপূর্ণ ও অনিয়মে ভরা। এ পদোন্নতিতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত যাদের চাকরি ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা (অল্প সংখ্যক প্রভাষক) পদোন্নতি পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন অন্যরা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও অব্যাহতি পাননি। যারা অব্যাহতি পেয়েছেন এবং যারা পদোন্নতি পরীক্ষায় পাস করেছেন এ দুই শ্রেণীর পদোন্নতি দেয়া হয়। এক্ষেত্রে নিয়োগের ধরন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অনার্স বিষয় পাঠদান, দক্ষতা বা অন্য কোন গুণ বিবেচনায় আনা হয়নি। ফলে অসংখ্য সিনিয়র প্রভাষক রাতারাতি জুনিয়র হয়ে যায়। এতে পদোন্নতিতে একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আতাউর রহমান মণ্ডল